ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। অতিরিক্ত ফী, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা না থাকায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী (২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে মাত্র ২৬ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। এর মধ্যে ১১ জন নেপালী, ছয়জন দক্ষিণ কোরিয়ান, চারজন ইরানী, দুইজন তুর্কী, একজন জাপানী, একজন যুক্তরাজ্যের এবং একজন যুক্তরাষ্ট্রের। জানা গেছে, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে এবং ফার্মেসি বিভাগেই বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। এই ২৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে নয়জন এবং আটজন ফার্মেসি বিভাগের। বাকি নয়জনের মধ্যে দুইজন ইংরেজী বিভাগে, একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানে, একজন ফিন্যান্স এ্যান্ড ব্যাংকিং, একজন প্রাণিবিদ্যায়, একজন খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে, একজন চারুকলায় এবং একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বিদেশীরা সাধারণত বাংলা ডিপ্লোমা কোর্সে বেশি ভর্তি হয়ে থাকেন। জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ছিল। কিন্তু কয়েক বছরে অর্ধেকেরও বেশি ছাত্রছাত্রী কমে গেছে। তখন আফ্রিকা, নাইজিরিয়া, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, পাকিস্তান, ভুটান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতো। সে সময় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফী ছিল কম। তখন একজন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে প্রতিবছর পাঁচ শ' ডলার ফী নেয়া হতো। তবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে দেড় শ' ডলার নেয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে বিদেশী ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে বছরে ১২শ' ডলার করে নেয়া হয়। সার্কভুক্ত দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হয় পাঁচ শ' ডলার করে। এছাড়া আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলা ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ১০ হাজার

অতিরিক্ত ফী, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আবাসিক সমস্যা প্রধান কারণ

টাকা নেয়া হয়। অতিরিক্ত ফী'র কারণেই ছাত্রছাত্রীরা কম ভর্তি হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া ভর্তি প্রক্রিয়াও দীর্ঘমেয়াদী। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে হলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস থেকে ভর্তি ফরম নিয়ে তা পূরণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হয়। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবার মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। দীর্ঘমেয়াদী এই প্রক্রিয়ার কারণে অনেক সময় চলে যায় যে কারণে অনেকে ভর্তি হতে চান না। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যাও ভর্তি না হওয়ার পিছনে কাজ করছে। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি হল থাকলেও এই হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু নতুন শিক্ষক থাকেন। জানা গেছে, ৯৯ কক্ষবিশিষ্ট এই হলে মাত্র ৫৭টি কক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ঢাকা মেডিক্যালসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের বিদেশী ছাত্রছাত্রী থাকেন।

বাকি কক্ষগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষকরা থাকেন। তবে বর্তমানে পাঁচতলাবিশিষ্ট এই হলটি ছয়তলায় সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বিদেশী ছাত্রছাত্রী কমে যাওয়া সম্পর্কে আন্তর্জাতিক হলে অবস্থানরত বেশ কয়েকজন বিদেশী ছাত্র বলেন, অতিরিক্ত ফী, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা না থাকায় বিদেশী ছাত্রছাত্রী কম ভর্তি হচ্ছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিবেশের কথাও উল্লেখ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রশাসক বলেন, আফ্রিকা, ফিলিস্তিন, ইরানে আগে নানাবিধ সমস্যা ছিল, সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল না। যে কারণে সেইসব দেশ থেকে আগে বেশি ছাত্রছাত্রী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো।

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাইলে তিনি ফোনে এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে অস্বীকার করেন।